গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৯ বর্ষ ৯ সংখ্যা ১৩ - ১৯ অক্টোবর ২০০৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

ধর্মঘটে প্রতিফলিত জনগণের রায় মেনে সরকার নীতি পাল্টাক

৯ অক্টোবর সাধারণ ধর্মঘট সফল হওয়ার পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন —

সকল রকম অপপ্রচার ও ভয়ভীতিকে পরাস্ত করে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ আজ ধর্মঘট সর্বাত্মকভাবে সফল করেছেন। এ জন্য তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি এ রাজ্যের শ্রমিক শ্রেণীকে, যাঁরা গ্রামের গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের স্বার্থে এই ধর্মঘটে অংশ নিয়েছেন। রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে শুরু করে সমস্ত সরকারি বেসরকারি অফিস, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক সকল প্রতিষ্ঠান— সর্বত্র আজ ধর্মঘট চলছে। এ জন্য শহর ও শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত অংশের জনগণকেও আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সিপিএম পরিচালিত সংগঠন কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে চেষ্টা করেছিল যাতে ধর্মঘটকে বানচাল করে দেওয়া যায়, কিন্তু তাদের সদস্য ও কর্মীরাই আজ অফিসে না এসে ধর্মঘটে সাড়া দিয়েছেন। আমরা এবার লক্ষ্য করেছি, সিপিএমের এক বিরাট সংখ্যক কর্মী-সমর্থক, যাঁদের মধ্যে এখনও বামপন্থার কিছু প্রভাব আছে, তাঁরা রাজ্য সরকারের এই জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। এঁদেরকেও আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা জানি, রমজানের সময় ধর্মঘট করার ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের কিছুটা অসুবিধা হয়েছে এবং এ নিয়ে সিপিএম ধর্মীয় ভাবাবেগে উসকানি দিয়ে কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টাও করেছিল। এসব সত্ত্বেও এবং অসুবিধা স্বীকার করেই তাঁরা ধর্মঘট সফল করেছেন। এ জন্য তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা ধর্মঘট সফল করার আবেদনে একথাও বলেছিলাম যে, রমজানের কথা খেয়ালে রেখেই যেন খাওয়ার দোকান খোলা রাখার ব্যবস্থা আমাদের কর্মীরা করে, সেটা করা হয়েছে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, বন্যাপ্লাবিত

আটের পাতায় দেখুন

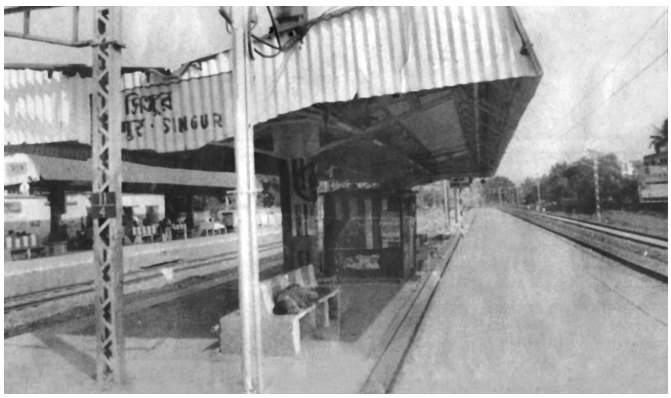

৯ অক্টোবর জনমানবহীন হুগলির সিঙ্গুর রেল স্টেশন সংবাদ প্রতিদিনের ছবি

বহরমপুর কালেক্টরেটের সামনে এস ইউ সি আই কর্মীদের গ্রেপ্তারের সময় পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জ

গভীর রাতে সিঙ্গুরে বর্বর পুলিশি সন্ত্রাস, নিহত এক, আহত অসংখ্য

পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় সিপিএম সরকার এমনকী কৃষক ও খেতমজুরদের উপর যে কত নৃশংস আক্রমণ নামিয়ে আনতে পারে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে সিঙ্গুরের মানুষ তা প্রত্যক্ষ করল। যে জমিকে ভিত্তি করে কৃষক ও খেতমজুরদের জীবন জীবিকা সেই জমি জোর করে কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে আন্দোলনকারীদের উপর রাত ১টা ৪০ মিনিট নাগাদ সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে পুলিশ-র‍্যাফ-কমব্যাট বাহিনী জালিয়ানওয়ালাবাগের কায়দায় যে নৃশংস অত্যাচার নামিয়ে আনে তার নিন্দার কোন ভাষাই যথেষ্ট নয়। ৮৫ বছরর বৃদ্ধা থেকে শুরু করে আড়াই বছরের শিশু — কেউই এই বেপরোয়া সন্ত্রাস থেকে রেহাই পায়নি। তাদের মাথা ফেটেছে, হাত ভেঙেছে, পা ভেঙেছে, মুখ ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, মহিলারাই সন্ত্রাসের বলি হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। দেড়শোর অধিক গুরুতর আহত। এই নৃশংস আক্রমণে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে রাজকুমার ভুল (২৩) নামে গোপালনগর মধ্যপাড়া গ্রামের এক যুবক মারা যান। তার সর্বশরীরে ছিল লাঠির কালসিটে দাগ, মাটিতে ফেলে তার বুকে বীরপুঙ্গব পুলিশেরা বুটের লাথি কষিয়েছিল। ব্যাপক পুলিশি ব্যূহ ভেদ করে সে ডাক্তারের কাছেও যেতে পারেনি। তীব্র শারীরিক যন্ত্রণায় তিলে তিলে মৃত্যু হয় এই ২৩ বছরের যুবকের।

ওড়িশার বিজু জনতা দল টাটাদের স্বার্থে জমির দখল নিতে গিয়ে কলিঙ্গনগরে ১২ জন আদিবাসীকে গুলি করে হত্যা করেছিল। জমি রক্ষার লড়াইয়ে শহীদের তালিকায় যুক্ত হল রাজকুমারের নাম। পুঁজিবাদের 'বামপন্থী' সেবাদাস সিপিএম সরকারের হাত লাল হল শ্রমিক কৃষকের রক্তে। সেদিনের সেই অমানুষিক অত্যাচারে আজও সোজা হয়ে হাঁটতে পারছে না অনেকেই। তবুও বেঁচে থাকার শেষসম্বল রক্ষার লড়াইয়ে সিঙ্গুরের মানুষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই পাশবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে সারা বাংলায় যখন ধিক্কার ধ্বনিত হচ্ছে তখন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু এই পুলিশি বর্বরতাকে সঠিক বলেই সাফাই গেয়েছেন।

ঘটনার সূত্রপাত ২৫ সেপ্টেম্বর জমির চেক দেওয়াকে কেন্দ্র করে। এদিন ভুয়ো কাগজপত্র দেখিয়ে এক সিপিএম সমর্থক অন্য একজনের জমির চেক তুলে নিতে গেলে কৃষিজমি রক্ষা কমিটির সদস্যরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ঘটনার সুষ্ঠু নিষ্পত্তি না হওয়ায় গণ্ডগোল রাত পর্যন্ত গড়ায়। প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা বিষয়টির সমাধানে গড়িমসি করতে থাকে। এদিকে রাত যত বাড়তে থাকে আশেপাশের থানাগুলি থেকে ব্যাপক পুলিশ এনে ঘটনাস্থলে জড়ো করা হয়। দুর্গাপুর, ব্যারাকপুর থেকেও সশস্ত্র বাহিনীও নিয়ে আসা হয়। চাষীরা ধারণা করতে পারেনি এভাবে রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করা হবে। প্রথমদিকে সিপিএমের ধারণা ছিল চাকরির মিথ্যা প্রলোভন, ক্ষতিপূরণের স্তোকবাক্য আর 'উন্নয়ন' 'উন্নয়ন' জিগির তুলে চাষীদের বিভ্রান্ত করা যাবে। কিন্তু ভুক্তভোগী চাষীরা

দুয়ের পাতায় দেখুন

'আমার ছেলে প্রাণ দিয়েছে, আমাদের প্রাণ থাকতে জমি দেব না'

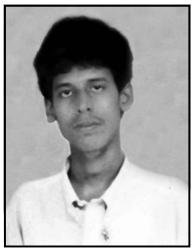

শহীদ রাজকুমার ভুল

সিঙ্গুরের গ্রামে গ্রামে পোস্টার — 'জমি রক্ষার আন্দোলনের প্রথম শহীদ রাজকুমার ভুল অমর রহে', 'শহীদের রক্তে শপথ নাও, জমি রক্ষার আন্দোলনে সমস্ত মানুষ এক হও'। পোস্টারগুলো দেখতে দেখতে গিয়েছিলাম রাজকুমারের বাড়ি। তাঁর কথা তুলতেই তাঁর মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ওঁর বাবা বললেন, ২৫ সেপ্টেম্বর মাঝরাতে হঠাৎ আলো নিভিয়ে দিয়ে পুলিশ নির্বিচারে বেধড়ক লাঠিপেটা করতে লাগল। আমার চোখের সামনেই আমার ছেলেকেও মাটিতে ফেলে লাঠির পর লাঠি মারল। যে যেখানে পারে ছুটে পালাতে লাগলো। পরের দিন সকালে ছেলেটাকে কয়েকজন ধরাধরি করে বাড়িতে দিয়ে গেল। সকাল ১১টা নাগাদ সব শেষ হয়ে গেল। আমি নিশ্চিত পুলিশের লাঠিপেটার জন্যই আমার ছেলের অকাল মৃত্যু হয়েছে। জমি রক্ষার আন্দোলনে আমার এক ছেলে প্রাণ দিয়েছে। জমি আমাদের সন্তানের মতো, প্রয়োজনে আমরাও মরবো, কিন্তু প্রাণ থাকতে টাটাদের জমি দেব না।

শহীদের পিতার লড়াইয়ের এই শপথকে বুকে বহন করে সিঙ্গুরের গ্রামে গ্রামে এস ইউ সি আই শোকবেদী স্থাপন করেছে। ঘরে ঘরে মায়েরা বোনেরা মালা গেঁথে চোখের জলে তা অর্পণ করেছে শহীদ বেদীতে। ৩ অক্টোবর ঘরে ঘরে অরন্ধন, ৫ অক্টোবর হুগলিতে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

জনগণকে বিভ্রান্ত করতে শিল্পায়নের নামে মিথ্যাচার

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঘোষণা করে দিয়েছেন, সিঙ্গুরে চাষীর জমি দখলের সরকারি প্রকল্পের যারা বিরোধিতা করছে, তারা রাজ্যের শিল্পায়নেরই বিরোধিতা করছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশও ঠিক এই স্টাইলেই বলে বেড়ান যে, যারা আমাদের পক্ষে নয়, তারা সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা; তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাই আফগানিস্তান, ইরাক তিনি দখল করেছেন এবং উত্তর কোরিয়া, ইরান ও সিরিয়াকে আক্রমণের হুমকি দিচ্ছেন। বুদ্ধদেববাবুর কণ্ঠেও হুমকির সুর। সিঙ্গুরে জমি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হতে রাজি না হওয়া প্রতিবাদী কৃষকদের উপর তাই রাতের অন্ধকারে তিনি নৃশংস পুলিশি অত্যাচার চালিয়ে অসংখ্য চাষীকে আহত ও ক্ষতবিক্ষত করেছেন, চাষী-মা-বোনেদের শ্লীলতাহানি করিয়েছেন। পুলিশের লাঠি ও সবুট লাথিতে গুরুতর আহত ২৩ বছরের যুবক রাজকুমার ভুল পরদিন মারাও গিয়েছেন। নিহত যুবক সহ সিঙ্গুরের চাষীদের ভয়ঙ্কর অপরাধ, তারা বুদ্ধদেববাবুদের কথা মেনে নিজেদের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন চার ফসলি, তিন ফসলি, দু-ফসলি জমি টাটা কোম্পানির হাতে তুলে দিতে রাজি হয়নি। অতএব তারা রাজ্যের শিল্পায়নের বিরোধী তথা উন্নয়নের বিরোধী বৈকি! তাই এই উদ্ধত প্রজাদের শায়েস্তা করতে সিপিএম সরকার কড়া পুলিশি দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করেছিল ২৫ সেপ্টেম্বর। শুধু তাই নয়, আহত ও ভীতত্রস্ত চাষীদের সিপিএমের পার্টি অফিসে ঢুকিয়ে সেই রাতে নেতারা আর এক দফা সবকও শিখিয়েছিলেন। চাষীদের থেকে কৃষিজমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে ৯ অক্টোবর রাজ্যব্যাপী যে সাধারণ ধর্মঘট হয়ে গেল, বুদ্ধদেববাবুদের বিচার অনুযায়ী, তাও রাজ্যে শিল্পোন্নয়নের বিরোধী; তাই ধর্মঘট-সমর্থনকারীদের উপরও তাঁরা অত্যাচার চালিয়েছেন। কোচবিহারের তুফানগঞ্জে, মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে, ধর্মঘটের প্রচারের সময় আক্রান্ত হয়েছেন এস ইউ সি আই কর্মীরা। ক্যানিংয়ের ঘুটিয়ারী শরীফে এস ইউ সি আই কর্মীদের হুমকি দিয়ে প্রচারে বাধা দেওয়া হয়েছে। রক্তলোলুপ বুশের সঙ্গে বুদ্ধদেববাবুদের তাহলে এই প্রশ্নে ফারাক কোথায়?

বহু ফসলি জমি কেড়ে নিতে চাইছে সরকার

মুখ্যমন্ত্রী সহ সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা রাজ্যজুড়ে প্রচার করছেন, সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাতও বিবৃতি দিয়ে বলছেন যে, সিঙ্গুরে যে জমি নেওয়া হয়েছে তার অধিকাংশই নাকি অনাবাদী, পতিত এবং কিছু এক ফসলি জমি। এবং শিল্পায়নের জন্য এই জমি দিয়ে দিলে চাষীদের লাভই হবে। সরকার তাদের এত ক্ষতিপূরণ দেবে যা নাকি ভূ-ভারতে কেউ দেয় না। এটা তাঁরা মিটিং করে রাজ্যের নানা এলাকায় বোঝাচ্ছেন। আমাদের বক্তব্য, ওটা রাজ্যবাসীকে বোঝানোর দরকার কী! সিঙ্গুরের মানুষকে বোঝালেই তো হ'ল। তাঁরা সেটাই করুন না। তা কিন্তু তাঁরা করছেন না। সিঙ্গুরের বাইরের রাজ্যবাসীকে সেটা বোঝাতে আদা-জল খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আর সিঙ্গুরে সশস্ত্র পুলিশ নামিয়ে চাষীদের পেটাচ্ছেন। ওখানে বোঝাতে গেলেই চাষীবৌরা ঝাঁটা হাতে নেতাদের তাড়া করছেন। সিঙ্গুরে কেন তাঁরা তাড়া খাচ্ছেন এবং পুলিশ দিয়ে কেন চাষীদের উপর অত্যাচার করতে হচ্ছে — নেতা মন্ত্রীরা সেই সত্যটা রাজ্যবাসীকে বলুন। আসলে সিঙ্গুরের মানুষ এই নেতা-মন্ত্রীদের মিথ্যাচার ও ধাপ্পা ধরে ফেলেছে। যে ৩ হাজার ১৫৯ বিঘা জমি সরকার নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল তার মধ্যে ১০০০ বিঘা জমি চার ফসলি, ১৫০০ বিঘা জমি তিন ফসলি, এবং ৫০০ বিঘা দু-ফসলি। এই জমিগুলিতে ধান-পাট-আলু ছাড়াও সারা বছর সবজি চাষ হয়। এখানে মিনি-ডিপটিউবওয়েল ও খাল আছে — সেচের জল সরবরাহের জন্য। কৃষক ও খেতমজুর-বর্গাদার মিলে ৫০০০ পরিবারের প্রায় ৩০ হাজার মানুষ এই জমির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এছাড়াও এখানেই রয়েছে তিনটি কারখানা, হুগলি জেলার একমাত্র বহুমুখী হিমঘরটি। পোলট্রি, ছাগল ও মাছ চাষের অত্যাধুনিক খামারও এখানে আছে। এগুলিতে কয়েকশত মানুষ কর্মরত। কৈলাস রিচার, রবার টেকনোলজি প্রাঃ লিমিটেডের কাজ শুরু হবার মুখে। এখানেও প্রত্যক্ষভাবে শতাধিক মানুষের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা। এত মানুষের পেটের ভাত মেরে টাটার মুনাফার ব্যবস্থা করতে চাইছে রাজ্য সরকার। চাষীরা তথা সিঙ্গুরের মানুষ তা মেনে নেবে কেন? এই জমি থাকা-না-থাকার সঙ্গে তাদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়িত। তারা জমি দখলকারীদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে না?

টাটার প্রস্তাবিত কারখানায় চাকরি হবে দু-তিনশ টেকনিসিয়ানের, চাষীদের নয়

সিঙ্গুরে যেখানে ৩০ হাজারের বেশি মানুষের পেটের ভাত চলে যাচ্ছে, সেখানে টাটার মোটরগাড়ি তৈরির কারখানায় কত মানুষের কর্মসংস্থান হবে? এই কারখানাটি হবে অত্যাধুনিক। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে এখানে কাজ হবে। এই অবস্থায় তাদের পুণের মোটরগাড়ি নির্মাণ কারখানার অভিজ্ঞতায় বলা যায় দুশ' কি বড় জোর তিনশ' মানুষের কর্মসংস্থান হবে। তার বেশি নয়। আবার এই দু-তিন'শ কর্মীর কাজ তো আর সিঙ্গুরের চাষীদের দিয়ে হবে না। অধিকাংশ কর্মীই হবে গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার, না হলে অন্ততপক্ষে আই টি আই বা পলিটেকনিক ইত্যাদি পাশ টেকনিশিয়ান। এদের বাইরে কারখানা পরিচালনার জন্য চাই ম্যানেজমেন্ট স্টাফ। প্রায় ৪০/৫০ জন এই স্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী টাটারা তাদের অন্যান্য পুরনো কারখানা থেকে নিয়ে আসবে।

ক্ষতিপূরণ ও কর্মসংস্থানের সরকারি ধাপ্পা

আর, জমিহারাদের ক্ষতিপূরণ ও কর্মসংস্থানের সরকারি প্রতিশ্রুতি? এ যাবততাঁদের এ ধরনের প্রতিশ্রুতির রেকর্ড কি বলে? এ প্রশ্নে জবাব দিতে হবে যে, রাজ্য সরকার কর্তৃক এ পর্যন্ত

ছয়ের পাতায় দেখুন

গভীর রাতে সিঙ্গুরে পুলিশি হামলা

একের পাতার পর

জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারে প্রযুক্তিনির্ভর এই কারখানায় মুষ্টিমেয় কিছু বিশেষজ্ঞের চাকরি হলেও, তাদের হবে না, অন্যান্য অসংখ্য ক্ষেত্রে চাষীরা যেমন ঠিকমতো ক্ষতিপূরণ পায়নি এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না, তথাকথিত 'উন্নয়ন' আর যাদেরই হোক কৃষক ও খেতমজুরদের দুর্দশা ঘোচাবে না। এই বাস্তব উপলব্ধিই চাষীদের জমি রক্ষার আন্দোলনে আবেগের সাথে সামিল করে। 'হয় আন্দোলন, নয় মৃত্যু' — এরকম পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে চাষী ঘরের নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ সকলেই আন্দোলনে সামিল হয়েছে। এই আন্দোলনের অন্যতম শক্তি এস ইউ সি আই দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে গ্রামে গ্রামে ছাত্র, যুব, মহিলাদের নিয়ে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলেছে। এই আন্দোলন ভাঙতে সর্বযুগে সকল অত্যাচারী শাসকরা যা করে, ২৫ সেপ্টেম্বর রাতের অন্ধকারে সিপিএম তাই করেছে। বর্বর সন্ত্রাস নামিয়ে এনেছে। ঘটনার পাঁচদিন পর তীব্র নিন্দার সামনে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী নির্লজ্জের মতো বিবৃতি দিয়েছেন, 'পুলিশ না পাঠালেই ভাল হতো'। এই পুলিশি অ্যাকশন যে আকস্মিক ছিল না, এ যে গভীর ষড়যন্ত্রেরই ব্লু-প্রিন্ট ২৬ সেপ্টেম্বর সিপিএমের মুখপত্র গণশক্তিতেই তার ইঙ্গিত মিলল। এদিন গণশক্তিতে বলা হয়েছে ''রাজ্য পুলিশের ডি আই জি (পি আর) হরপ্রীত সিং, ডি আই জি (ওয়েস্টার্ন রেঞ্জ) বাণীব্রত বসু, এন রমেশবাবু প্রমুখ পদস্থ পুলিশ অফিসার এদিন রাত দেড়টা নাগাদ সিঙ্গুর থানায় পৌঁছান বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে। এর আগে কলকাতায় রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং আই জি মহাকরণে গিয়ে বৈঠকে বসেন। তারপরেই বিশাল পুলিশ বাহিনী এগোয় সিঙ্গুরের দিকে।'' এই বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার যে, গভীর রাতে মহাকরণের মিটিংএ বসেই কৃষক ও খেতমজুরদের উপর আক্রমণের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়েছিল। সুতরাং 'পুলিশ না পাঠালেই ভাল হতো' মুখ্যমন্ত্রীর এই বিবৃতি নির্লজ্জ ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়।

ঐদিন রাতে পুলিশি অত্যাচারের নৃশংসতা বোঝাতে বেড়াবেড়ি গ্রামের গৃহবধূ নীলিমা বাগ বলেন, ''পুলিশ এভাবে মারতে পারে তা আমরা আগে বিশ্বাস করতাম না, ভাবতাম লোকে বুঝি বাড়িয়ে বলে। কিন্তু সেদিনের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে পুলিশ কত ভয়ঙ্কর হতে পারে। তবে পুলিশ যাই করুক আন্দোলন আমরা চালিয়ে যাবো'' (বর্তমান ২৯-৯-০৬)। সিঙ্গুরের এই আন্দোলন দেখিয়ে দিল রাষ্ট্রের দমনশক্তি পুলিশবাহিনীর নগ্নরূপ। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় লালিত পালিত পুলিশকে শান্তির রক্ষক হিসাবে তুলে ধরা হয়। বাস্তবে পুলিশ বুর্জোয়াদেরই শান্তি রক্ষা করে। বুর্জোয়া রাষ্ট্র, বুর্জোয়া সরকার, তার আইন কানুন, বিচার বিভাগ প্রশাসন বিভাগ — সবই নিরপেক্ষতার আলখাল্লা পরে বুর্জোয়াদেরই স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারকবাহকেরা শ্রমিক কৃষকদের স্বার্থকে কীভাবে বুটের তলায় পিষে দেয় সিঙ্গুরের ঘটনা সেটাই আবার দেখিয়ে দিল।

শুধু পুলিশ-র‍্যাফ-কমব্যাট বাহিনীই নয়, আক্রমণে সামিল হয়েছিল সিপিএমের মস্তান বাহিনীও। পুলিশের চর হয়ে তারাই আন্দোলনের নেতাদের ধরিয়ে দিয়েছে। সিপিএমের কর্মীরাই কৃষিজমি রক্ষা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক এস ইউ সি আইয়ের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড শঙ্কর জানা সহ কমরেড তপন দাস, সমীর দাসকে গ্রেপ্তার করিয়েছে; পাশবিক কায়দায় মারতে মারতে তাদের ভ্যানে তোলা হয়েছে, তারপর মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। আমাদের দলের মহিলা সহ ২৩ জন কর্মী সমর্থক গুরুতর আহত। এই অত্যাচারের প্রতিবাদে এস ইউ সি আইয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করে কৃষিজমি রক্ষা কমিটি ২৭ সেপ্টেম্বর ১২ ঘণ্টা সিঙ্গুর বন্‌ধ পালন করে। মার খেয়ে হতাশ হওয়া নয়, কৃষকরা আবার রুখে দাঁড়িয়েছে। গ্রামে গ্রামে পুলিশি টহল, বুটের ভারী আওয়াজ এসব উপেক্ষা করেই ৩ অক্টোবর সিঙ্গুরে পালিত হয় অরন্ধন। মহিলারা এদিন রান্নাবান্না বন্ধ করে দিয়ে বাড়ির উঠানে, গাছতলায় সমবেত হয়েছেন, লক্ষ্য — পরবর্তী সংগ্রামের প্রস্তুতি। লড়াইয়ের প্রাথমিক ধাপ বা প্রতিবাদের স্তর অতিক্রম করে সিঙ্গুর এখন প্রতিরোধের স্তরে। এই পর্যায়ে এস ইউ সি আই ৯ অক্টোবর সারা বাংলা সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়ে আন্দোলনকে রাজ্যব্যাপী ছড়িয়ে দেয়। সিঙ্গুরের লড়াই শুধু সিঙ্গুরবাসীর লড়াই নয়, এ লড়াই রাজ্যজুড়ে উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের অঙ্গ।

মৃত্যুর ঘটনা চাপা দেওয়ার চেষ্টা

''গত ২৫ সেপ্টেম্বর রাতে সিঙ্গুর বিডিও অফিসের সামনে আন্দোলনরত কৃষক ও মহিলাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চালিয়েছিল। সেই লাঠির ঘায়েই গুরুতর আহত হয়েছিলেন সিঙ্গুরের গোপালনগর মৌজার মধ্যপাড়ার ২৩ বছরের যুবক রাজকুমার ভোল। পরদিন দুপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ গোটা ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে রাজকুমারের মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু হিসাবে চিহ্নিত করে। এবং পুলিশি ঘেরাটোপে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। মৃত রাজকুমারের মা ননীবালাদেবীর অভিযোগ, তাঁদের পনেরো বিঘা জমিও সরকারি কোপে পড়েছে। সেই জমি বাঁচাতে সিঙ্গুরে আন্দোলনরত কৃষকদের সঙ্গে সামিল হয়েছিলেন রাজকুমার। ...ননীবালা দেবী বৃহস্পতিবার বলেন, কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর বাড়িতে পুলিশ আসে। হুমকি দেয় ছেলের মৃত্যুর কথা কাউকে জানালে তাঁর বিরুদ্ধেই খুনের মামলা ঠুকে দেবে পুলিশ। এরপরেই পুলিশ সিঙ্গুর থেকে ৪৫ কিমি দূরে শেওড়াফুলির এক চিকিৎসককে তুলে নিয়ে এসে তাঁকে দিয়ে জোর করে 'ডেথ সার্টিফিকেট' লেখায়। এবং পুলিশি ঘোরাটোপেই রাজকুমারের দেহ দাহ করে ফেলে।...

সিঙ্গুরের গোপালনগর থেকে শেওড়াফুলির দূরত্ব ৪৫ কিমি। যদি স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু হয়ে থাকে রাজকুমারের তাহলে পুলিশ ২৬ সেপ্টেম্বর দিনের বেলাতেও কেন একজন স্থানীয় চিকিৎসকের খোঁজ পেল না? ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে কেন পুলিশ দ্বারস্থ হল শেওড়াফুলির এক চিকিৎসকের? মৃত যুবকের মা ননীবালা দেবী এক পুকুরের পাড়ে ছেলের মৃতদেহ দেখার পর সিঙ্গুর থানায় গিয়ে ছেলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ দায়ের করতে চাইলে পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ তো করেইনি পরন্তু, হুমকি দেয় লোকজনকে জানালে তাঁকেই ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে ছেলের খুনের মামলায়। পুলিশ রাজকুমারের মায়ের সঙ্গে এহেন আচরণ করল কেন? পুকুরের পাড়ে যারা রাজকুমারের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছিলেন, তারা ননীবালা দেবীকে জানিয়েছিলেন রাজকুমারের শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ননীবালা দেবী একথা পুলিশকে জানালেও পুলিশ কেন বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করতে অস্বীকার করে? কেন একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু হিসাবে চালাতে চাইছে? যদি স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়ে থাকে রাজকুমারের তাহলে পুলিশ কেন তাঁর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করল? দাহ করতেই বা কেন দেওয়া হলনা? কোন উপায়ন্তর না দেখে অসহায় বৃদ্ধা ননীবালা দেবী জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হন ছেলের মৃত্যুর বিচার চাইতে।...'' (সংবাদ প্রতিদিন ৬-১০-০৬)

বন্যা মোকাবিলায় ক্ষমাহীন ব্যর্থতার কী জবাব দেবে সরকার

এস ইউ সি আইয়ের ডাকে ৯ অক্টোবর সাধারণ ধর্মঘটের অন্যতম ইস্যু ছিল রাজ্যে খরা বন্যা মোকাবিলায় সরকারি ব্যর্থতা এবং ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতি ও দলবাজি। রাজ্যের মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, বন্যা ও খরা এ রাজ্যে বাৎসরিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। রাজ্যবাসীর জীবনে এ যেন ঋতু পরিবর্তনের মতোই অনিবার্য। প্রতি বছরের মত এ'বছরও বন্যায় লক্ষ লক্ষ বিঘা জমির শত শত কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে, কয়েক লক্ষ ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়েছে, গবাদি পশু মারা গেছে। লক্ষ লক্ষ কৃষক সর্বস্বান্ত হয়েছে। সর্বোপরি বহু মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। সরকারি হিসেবে এ বছর এখনও পর্যন্ত ১১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। অথচ এত বিপুল ক্ষতি, মানুষের এত দুর্গতি, এত মৃত্যু সত্যিই অনিবার্য ছিল কি? একে কোনভাবেই কি আটকানো যেত না? সরকার তার জন্য যথাযথ উদ্যোগ নিয়েছিল কি? প্রাকৃতিক দুর্যোগ সব দেশেই ঘটে, কিন্তু একটি দেশ বা রাজ্যের সরকার জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল হলে বিজ্ঞানের এই প্রভূত উন্নতির যুগে, যখন গোটা বিশ্ব মানুষের হাতের মুঠোয় বলে দাবি করা হচ্ছে, পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি হচ্ছে, মানুষ গ্রহান্তরে পাড়ি দিচ্ছে, তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই ক্ষয়ক্ষতি থেকে মানুষকে রক্ষা করা, তাদের ধনসম্পত্তি রক্ষা করা কি খুব কঠিন ছিল?

বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যই এক সময়ে বড় বড় নদী প্রকল্পগুলি গড়ে উঠেছিল। অথচ সেই প্রকল্পগুলিই এখন দেশের মানুষের কাছে আতঙ্ক হিসাবে দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ড্যামগুলির সংস্কার হয় না, নদী-খালগুলির সংস্কারের ব্যবস্থা নেই। ফলে এগুলির জলধারণ ক্ষমতাও কমে গেছে। নদী বাঁধগুলি মজবুত থাকলে এবং দুর্বল বাঁধগুলির প্রয়োজনীয় মেরামত করলে এত অল্পে সেগুলি ভেঙে গিয়ে হাজার হাজার গ্রামকে এভাবে প্লাবিত করতে পারত না, লক্ষ লক্ষ বিঘা জমির ফসল নষ্ট হত না। আবার ড্যামগুলির জলধারণ ক্ষমতা বেশি থাকলে বাৎসরিক খরার প্রকোপে পড়ে কৃষকদের সর্বস্বান্ত হতে হত না। এগুলি থেকে সেচের জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকলে মাঠের পর মাঠ শস্যক্ষেত্র খরার আগুনে দগ্ধ হত না— যা এবার উত্তরবঙ্গ জুড়ে ঘটেছে। এ সব দেখার জন্য রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তর রয়েছে, তার মন্ত্রী রয়েছে, দপ্তরের জন্য জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকে বছর বছর শত শত কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। অথচ বাস্তবে সাধারণ মানুষের জীবনে তার কোন ভূমিকাই নেই। দশকের পর দশক ধরে জেলায় জেলায় বন্যা-খরা নিয়ন্ত্রণে অসংখ্য 'মাস্টার প্ল্যান' ফাইল চাপা হয়ে পড়ে রয়েছে। সেগুলিকে কার্যকরী করার কোন উদ্যোগ নেই।

বন্যা-খরায় দুর্গত মানুষের ত্রাণে সরকারের ভূমিকা কী? তা প্রায় ক্রিমিন্যালের মতো বললেই হয়। দুর্যোগের সময় সরকার বলে যে কিছু আছে বোঝাই যায় না। রাজ্যের এক বিস্তৃত অংশ এবার বন্যাপ্লাবিত। কয়েক সপ্তাহ ধরে মানুষ জলবন্দী; শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা সহ কয়েক লক্ষ সব-হারানো মানুষ রাস্তার ধারে, বাঁধের উপর, স্কুলবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের জন্য যে জরুরিকালীন ভিত্তিতে ত্রাণ তথা ত্রিপল, খাদ্য, বস্ত্র, পানীয় জল, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করার দরকার ছিল, সরকার তার প্রায় কিছুই করেনি। বহু জায়গায় পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই, যা দু-একটি টিউবওয়েল রয়েছে তাও জলের তলায়। অপেয় জল পান করে বহু জায়গায় আন্ত্রিক প্রভৃতি পেটের রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। দরিদ্র কৃষকের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে তা টাটা-সালিমদের হাতে তুলে দিতে সরকার যতখানি তৎপর তার একাংশও এখানে দেখা যায়নি। নিকটবর্তী কিছু কিছু জায়গায় মন্ত্রী এবং সরকারি নেতারা সফর করেছেন, ত্রাণের পরিবর্তে বন্যার্ত মানুষের উদ্দেশে তাঁরা অসংখ্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন; টিভিতে, খবরের কাগজে তার ছবি ফলাও করে ছাপা হয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, এমনকী তাঁদের ঘেরাও করেছেন। আর্ত মানুষ এমনও জানিয়েছেন, 'আমাদের টাকা-পয়সা চাই না, এই মুহূর্তে অন্তত একটু বেশি করে চিঁড়ে, গুড় দিন।' সেটুকু আদায় করতেও ব্লক অফিসে ধরনা দিতে হচ্ছে, বিডিওদের বিক্ষোভ দেখাতে, ঘেরাও করতে হচ্ছে। সরকারি ত্রাণ বণ্টন নিয়ে চলছে ব্যাপক দুর্নীতি ও দলবাজি। শাসক দল এবং প্রশাসনের একাংশ মিলে গড়ে উঠেছে এক অশুভ চক্র। আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছি, সর্বদলীয় কমিটি করে ত্রাণ বণ্টন করা হোক যাতে দুর্গত মানুষের কাছে ত্রাণ ঠিকঠিকভাবে পৌঁছায়। একটি সরকার জনসাধারণের প্রতি কতখানি অমানবিক ও নিষ্ঠুর হলে তবে এমন ঘটতে পারে!

আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছি, অবিলম্বে বন্যা-কবলিত সমস্ত অঞ্চলকে সরকারিভাবে বন্যা-কবলিত বলে ঘোষণা করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ করতে হবে। কৃষকদের বিনামূল্যে বীজ, সার প্রভৃতি দিতে হবে, বকেয়া সমস্ত ঋণ মকুব করতে হবে, নতুন করে বিনা সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে, স্কুল-কলেজে সমস্ত ফি মকুব করতে হবে, দুর্গত এলাকাগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেডিক্যাল টিম ও ওষুধ পাঠাতে হবে।

ত্রাণের দাবিতে, ত্রাণ বণ্টনে দুর্নীতি ও দলবাজির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর ধারাবাহিক আন্দোলন

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

কুলতলি ব্লক ঃ গত ১৯ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত থেকে ঝড় বৃষ্টিতে কুলতলি ব্লকের ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্লকে কয়েক হাজার ঘর আংশিক বা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে, হাজার হাজার বিঘা চাষের জমি নষ্ট হয়। কয়েক শত পুকুর ভেসে যায়, অসংখ্য গাছ উপড়ে পড়ে, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। ২০ সেপ্টেম্বর ভোর রাত থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলে এস ইউ সি আই কর্মীরা দুর্গত মানুষের উদ্ধারে সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কুলতলির বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে উপস্থিত থেকে উদ্ধারকাজ তদারকি করেন, বিডিও সহ প্রশাসনের নানা স্তরে যোগাযোগ করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ ও ত্রাণ শিবির খোলার জন্য অনুরোধ জানান। ইতিমধ্যে দলের কর্মীরা শত শত দুর্গত মানুষকে বিভিন্ন অঞ্চলের ১৭টি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় দেন, প্রাথমিকভাবে খাদ্য ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। ২১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর প্রায় প্রতিটি অঞ্চলের দুর্গত মানুষ বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ২৪ সেপ্টেম্বর বিডিওতে বিক্ষোভ ব্যাপক রূপ নেয়। ঐদিন সহস্রাধিক দুর্গত মানুষ বিডিওকে ত্রাণ ও অনুদানের দাবিতে ঘেরাও করে। কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদারের নেতৃত্বে মনোরঞ্জন পণ্ডিত, প্রদীপ হালদার, অতুল হালদার, বিশ্বনাথ নস্কর প্রমুখেরা বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। আন্দোলনকারীদের চাপে বিডিও ২৫০০ ত্রিপল, ৩০ কুইন্টাল চাল, ত্রাণ শিবিরে খাবার ও কেরোসিন বরাদ্দ করেন। তদন্ত সাপেক্ষে গৃহহীনদের গৃহ ও চাষের ক্ষতিপূরণের দাবি মেনে নেন। দেউলবাড়ি, গোপালগঞ্জ, জালাবেড়ে ১ ও ২ প্রভৃতি অঞ্চলে বিক্ষোভ ও আন্দোলন সংগঠিত হয়। পরবর্তীকালে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য গৃহ ও চাষের অনুদান, মৎস্যজীবী ও সবজি চাষীদের অনুদান, ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলগৃহ নির্মাণের দাবিতে এস ডি ও, ডি এম স্তরে আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

জয়নগর ২নং ব্লক ঃ এই ব্লকে ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত কম-বেশি একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ঝড় বৃষ্টিতে ভয়াবহ ক্ষতির ও মণিরতট গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯নং গ্রামে ১ জনের ঘরচাপা পড়ে মৃত্যু ও অসংখ্য মানুষের আহত হওয়ার খবর পার্টির জেলা দপ্তরে আসতে থাকে। জননেতা ও বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার জয়নগর ২নং ব্লক সহ কুলতলি, জয়নগর ১নং ব্লক, মথুরাপুর ১ ও ২, মন্দিরবাজার, গোসাবা প্রভৃতি ব্লকে ভয়াবহ ক্ষতির বিবরণ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী, ত্রাণমন্ত্রী, বিদ্যুৎমন্ত্রী ও জেলাশাসককে দেন এবং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার, ত্রাণকাজ, স্বাস্থ্যপরিষেবা ও ভেঙে পড়া বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার করার দাবি জানান। ঐদিনই প্রচণ্ড প্রতিকূলতা ও সমস্ত রকম যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও প্রায় সহস্রাধিক দুর্গত মানুষ বিডিও অফিসে এসে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে বিডিওকে ঘেরাও করে, ২নং ব্লকের সহসভাপতি ও পার্টির সংগঠক কমরেড আনাম খাঁর নেতৃত্বে কমরেডস্ আমীর ঘরামি, সিরাজ মোল্লা, কবিতা সরদার, নদুধার হালদার, গোপেশ্বর নস্কর, মোবারক মোল্লা, আমীর মণ্ডল, ফিরোজা হালদার প্রমুখ বিডিওর কাছে স্মারকলিপিতে দাবি করেন — ১) অবিলম্বে প্রতিটি গৃহহীন মানুষকে ত্রিপল, ২) অন্তত সাত দিনের রিলিফ, ৩) ত্রাণশিবিরগুলোতে উপযুক্ত খাদ্য, পানীয় জল ও চিকিৎসা, ৪) কেরোসিনের ব্যবস্থা, ৫) বেহাল বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। বিডিও তৎক্ষণাৎ ২৮০০ ত্রিপল, ৫০ কুইন্টাল চাল, ১২ কুইন্টাল চিঁড়ের ব্যবস্থা করেন। অঞ্চল ভিত্তিতে কিছু কেরোসিনেরও ব্যবস্থা করেন। পরদিন এস ডি ও-কে ঘেরাও করা হয়। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা কমরেড সুজাতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল তাঁকে স্মারকলিপি দেন। এস ডি ও সমস্তরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ত্রাণের অপ্রতুলতা ও প্রশাসনের ঢিলেমির বিরুদ্ধে পুনরায় ২৩ সেপ্টেম্বর বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর বিডিও ডেপুটেশনে বন্যাদুর্গত মানুষের সামনে বক্তব্য রাখছেন কুলতলির বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার

ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রূপম চৌধুরী। সাতদিন কেটে যাওয়ার পরও ত্রাণ ও পরিষেবার ব্যবস্থা না হওয়ায় ২৭ সেপ্টেম্বর প্রায় ৫ সহস্রাধিক মানুষ ব্লক ডেপুটেশনে সামিল হয়। শারদোৎসব ও রমজান মাস হওয়া সত্ত্বেও কয়েক ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ সমাবেশ চলে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বাসুদেব পুরকাইত। কমরেডস্ রূপম চৌধুরী, আমীর মণ্ডল, আমীর ঘরামি, গোপেশ্বর নস্কর, মোবারক মোল্লা, ভোলা বর, আবদুল্লা দর্জি, সিরাজ মোল্লা, ফিরোজা হালদার, খালেক মোল্লা প্রমুখ স্মারকলিপি পেশ করেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কুলতলির বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার। বিডিও গৃহ নির্মাণ ও চাষের অনুদান দ্রুত দেওয়ার এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পুনরায় চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন।

জয়নগর ১নং ব্লক ঃ ঝড় ও বৃষ্টিতে জয়নগর ১নং ব্লকেরও বিভিন্ন অঞ্চলের বহু গ্রাম কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২১ সেপ্টেম্বর ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দেড় সহস্রাধিক মানুষ বিডিওকে ডেপুটেশন দেন। বিডিও তৎক্ষণাৎ ৪৬০টি ত্রিপল ও কিছু পরিমাণ চাল ও কেরোসিন বরাদ্দ করেন। পরবর্তীকালে বামুনগাছি ও চালতাবেড়িয়ার দুর্গত মানুষদের নিয়ে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে কমরেড সফি পৈলানের নেতৃত্বে কমরেডস্ রফিক ও সুমন্ত গাঙ্গুলি ডেপুটেশন দেন। উপস্থিত জনতার সামনে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ সফি পৈলান ও কাদের গাজি।

মথুরাপুর ১নং ব্লক ঃ এই ব্লকেও ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি খুবই ব্যাপক। ১১ জন মানুষ মারা গেছেন। অসংখ্য মানুষ আহত হয়েছেন। হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। দুর্গত মানুষদের পাশে এস ইউ সি আই সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে। কমরেডস্ পৃথ্বীশ কর ও মানিক কপাটের নেতৃত্বে বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মানুষের ক্ষয়ক্ষতির নিরিখে ত্রাণ ও সরকারি তৎপরতা খুবই সামান্য।

মথুরাপুর ২নং ব্লক ঃ কঙ্কণদিঘী ও

চারের পাতায় দেখুন

বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে এস ইউ সি আই

তিনের পাতার পর

রাধাকান্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সহ ব্লকের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্গত মানুষদের পাশে এস ইউ সি আই কর্মীরা সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়ান। রাধাকান্তপুর ও কঙ্কণদিঘীতে তাঁরা কয়েকটি ত্রাণ শিবির পরিচালনা করেন। এখানেও প্রয়োজনের তুলনায় ত্রাণ ও সরকারি তৎপরতা নামমাত্র।

গোসাবা ঃ এই ব্লকে বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষের ঘর, চাষ, পুকুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দলের পক্ষ থেকে ত্রাণ সংগ্রহ করে দুর্গত মানুষদের সাহায্য করা হয়। দুর্গত মানুষদের নিয়ে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়।

মন্দিরবাজার ঃ ঘাটেশ্বরা, গাববেড়িয়া, ধনুরহাট সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ঘর, চাষ, পুকুরের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। এখানেও দলের পক্ষ থেকে বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রয়োজনের তুলনায় এখানেও ত্রাণ নামমাত্র। দলের পক্ষ থেকে দুর্গত মানুষদের পাশে দলের কর্মীরা সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

পাথরপ্রতিমা ঃ এখানে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে অল্পবিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গঙ্গাধরপুর গ্রামপঞ্চায়েতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য দলের কর্মীরা ত্রাণ সংগ্রহ করে বিতরণ করেন। পঞ্চায়েত স্তরে বিক্ষোভ ডেপুটেশন সংগঠিত হয়।

মুর্শিদাবাদ

একই বছরে দু-দুবার বন্যায় মুর্শিদাবাদ জেলার আবাদি ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেল। জুলাই মাসে সামান্য বৃষ্টিপাতের কারণে জল ধরে রাখতে না পারায় ব্রাহ্মণীর বাঁধ ভেঙে কান্দী মহকুমার ভরতপুর বড়এঞা সহ কান্দী পৌরসভা এলাকা প্লাবিত হয়। সে সময় এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে ত্রাণের দাবিতে মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। স্থানীয় এ সি এম ও (এইচ) -এর নিকট পানীয় জল পরিশোধনের জন্য ব্লিচিং পাউডার, হ্যালোজেন এবং ওষুধ ও চিকিৎসার দাবি করা হয়। ১৭ জুলাই বন্যা ভাঙন প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম শহীদ নহিরুদ্দিন দিবসের এক সভায় প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক গৌতম সাহা মহকুমা শাসককে প্রাক্ পূজা মরসুমে দ্বিতীয় দফা বন্যার সতর্কীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দফার বন্যার সময় সরকারি ভূমিকাতে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। অত্যন্ত তৎপরতার সাথে ২৪ সেপ্টেম্বর প্রতিরোধ কমিটির কান্দী শাখার এক প্রতিনিধি দল আট দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি মহকুমা শাসকের নিকট জমা দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন উত্তম মণ্ডল, নরেন্দ্রনারায়ণ রায়, অনুপ সিং ও রাজকুমার দাস। মহকুমা শাসক প্রতিশ্রুতি দেন দুর্নীতিমুক্তভাবে অতি দ্রুত ত্রাণ সরবরাহ করা হবে। কৃষিঋণ, বিদ্যুৎ বিল, ছাত্র-ছাত্রীদের ফি মকুবের জন্য কমিটির প্রস্তাব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে। যদিও ত্রাণ এবং ত্রিপল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

রাস্তার উঁচু জায়গায়, স্কুল ঘরে মানুষ বাস করছে। বহরমপুর সাঁইথিয়া রোড ৫ অক্টোবর পর্যন্ত বাঁধভাঙা জলে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। ভবানীপুর, লক্ষ্মীনারায়ণপুর, হিজল সহ বিভিন্ন এলাকায় ডায়েরিয়ার প্রকোপ দেখা দিয়েছে।

একইভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার সূতী থানার দু'টি ব্লক দুই দফায় বন্যাপ্লাবিত হয়। বন্যাকবলিত পাঁচটি অঞ্চলের জনগণের জন্য দুর্যোগের তিন দিন পরেও কোন সাহায্য না দেওয়ায় দুর্গম এলাকার মানুষ দূরবর্তী বিডিও অফিসে ত্রাণের আশায় ছুটে আসেন। কোনরকম সুরাহা না দেখে প্রথমে ২৩ সেপ্টেম্বর, পরে ৩০ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই সূতী লোকাল কমিটি এবং কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

বড়এঞা ব্লকেও দ্বিতীয় দফা বন্যায় ব্যাপক চাষের ক্ষতি হয়। বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির মহকুমা সভাপতি বর্ষীয়ান সুখেশ্বর পালের গ্রাম মালিয়ান্দিতে ময়ূরাক্ষী নদীর বালির বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় মানুষ জলবন্দী হয়ে পড়ে। বিগত ২০০০ সালে প্রবল প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও দুর্নীতিগ্রস্ত কন্ট্রাক্টরচক্র বালির বাঁধ নির্মাণ করে। বড়এঞা ব্লকে স্থানীয় এস ইউ সি আই প্রতিনিধি কমরেড রবিউদ্দিন সর্বদলীয় কমিটির সদস্য হিসাবে বন্যা কবলিত হরিধ্বনি গ্রামের জন্য ৪ কুইন্টাল চাল ও জামা-কাপড় আদায় করে দুর্গতদের মধ্যে বিলি করেন।

ভাগীরথীর ভাঙন এবং বন্যার জলে বেলডাঙা ১ ও ২ নং ব্লকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ অসম্ভব দুর্গতির শিকার। মেলেনিপাড়া, বাঙালের সিড়ি, ভাদুড়ে পাড়া, মাঠপাড়া, ধনেপাড়াসহ দশটি গ্রাম বন্যাবিধ্বস্ত। ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে এস ইউ সি আই কর্মীরা এলাকাবাসীদের সাহায্য করার কাজে নিযুক্ত ছিল। ২৭ সেপ্টেম্বর স্থানীয় বিডিও-র কাছে ত্রাণ ও ত্রিপল দাবি করায় তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। বাস্তবে তা না পাওয়ায় কয়েক শত মানুষ ২৮ সেপ্টেম্বর স্থানীয় শিক্ষক আবুবক্কার সিদ্দিকী, আমিনুর ইসলাম, মাপেক সেখ, প্রমুখের নেতৃত্বে বিডিওকে ঘেরাও করে। শেষপর্যন্ত ৯ কুইন্টাল চাল ও কিছু ত্রিপলের ব্যবস্থা করতে বিডিও বাধ্য হন।

নদীয়া

বন্যাকবলিত মানুষের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া, পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ, গ্রামে গ্রামে মেডিকেল টিম পাঠানো, ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি ও ফসলের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, বন্যায় মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের ক্ষতিপূরণ, স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণে শুখা মরশুমে ভাগীরথী সহ সমস্ত নদীবাঁধ উপযুক্তভাবে সংস্কার, বকেয়া কৃষিঋণ মকুব, রবি ও বোরো মরশুমে কৃষিঋণ দান, গবাদিপশুর খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং কালীগঞ্জ, নাকাশীপাড়া, কৃষ্ণনগর-২, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, চাকদহ ব্লককে বন্যাকবলিত এলাকা হিসাবে এবং তেহট্ট-২ ব্লকের অংশবিশেষকে আংশিক বন্যাকবলিত হিসাবে ঘোষণার দাবিতে এস ইউ সি আই নদীয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল ১ অক্টোবর জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। জেলাশাসক বানভাসি মানুষদের ত্রিপলের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেও তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রিপল পাঠানোর অক্ষমতা প্রকাশ করেন। বানভাসি এলাকায় খাদ্য ও ওষুধ পাঠানোর আশ্বাস দেন। জেলার বিভিন্ন বাঁধ জনসাধারণ বালির বস্তা দিয়ে মেরামত করে আরও ব্যাপক বন্যার হাত থেকে রক্ষা করেছেন অথচ তাদের মজুরি কিছুই দেওয়া হয়নি, জানালে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন, আগামী শুখা মরশুমে উপযুক্তভাবে বাঁধ মেরামতের আশ্বাস দেন। ডেপুটেশনে নদীয়া জেলা সম্পাদক কমরেড সেখ খোদাবক্সের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে ছিলেন কমরেডস্ হররোজ আলি সেখ, জাকিমুদ্দিন সেখ, মহিউদ্দীন মান্নান ও জয়দীপ চৌধুরী।

২৬ সেপ্টেম্বর রাতে ঘাসুড়িয়াডাঙ্গা ও মালিকডিহিতে বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় ভাগীরথীর নদীর জলে কালীগঞ্জ থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়। অসংখ্য মাটির বাড়ি পড়ে যায়, ফসল নষ্ট হয়। দু'দিন পরও কোন সরকারি ত্রাণ দুর্গত মানুষের কাছে না পৌঁছানোয় এবং বন্যা কবলিত মানুষকে উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় ২৮ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই কালীগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড হররোজ আলি সেখের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল বিডিওকে ডেপুটেশন দিয়ে অবিলম্বে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ শুরু করার দাবি জানায়। জগৎখালি বাঁধ মেরামতে সরকারি ঔদাসীন্য ও দুর্নীতির অভিযোগও তাঁরা করেন। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে বিডিও-র কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় যে, জগৎখালি বাঁধের ফাটল মেরামত করে বাঁধ রক্ষা করার জন্য এলাকার হাজার হাজার মানুষ প্রাণপাত পরিশ্রম করলেও তাদের কোন সরকারি সহায়তা জোটেনি। অবিলম্বে দুর্গত মানুষের ত্রাণ ও উদ্ধারের ব্যবস্থা করা, পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, জগৎখালি বাঁধের উপযুক্ত মেরামত, ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতিপূরণ, বকেয়া কৃষিঋণ মকুব, পুনরায় কৃষিঋণ দেওয়া, মেডিকেল টিম পাঠানো প্রভৃতি দাবি জানানো হয়। প্রতিনিধিদলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন, মহিউদ্দিন মণ্ডল, কামাল উদ্দিন সেখ, অশোক ঘোষ, সহিদুল্লা সেখ, জামসেদ আলি ও আমিরুল ইসলাম।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর বন্যাকবলিত কালীগঞ্জ থানার কালীগঞ্জ অঞ্চলের সাহাপুর ও চাঁপাই গ্রামে বন্যার্ত মানুষদের মধ্যে এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে শুকনো খাবার বন্টন করা হয়। এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে রিলিফ পৌঁছে দেওয়ায় তাঁরা খুশি হন এবং জানান, বন্যার চারদিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সরকারি কোন ত্রাণ পৌঁছায়নি, ত্রিপলের অভাবে মানুষকে খোলা আকাশের নীচে থাকতে হচ্ছে। বড় বড় দলের বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও তারা পায়নি। আগের দিন স্থানীয় বিধায়ক খালি হাতে ঐ গ্রাম দু'টিতে গিয়ে বলেন, সরকারি ত্রাণের বিষয়ে তাঁর কিছুই করার নেই। ত্রাণের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দুর্গতরা এস ইউ সি আই প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানান এবং বলেন, সে আন্দোলনে তাঁরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেবেন। রিলিফ টিমে ছিলেন কমরেড সেখ খোদাবক্স, হররোজ আলি সেখ, মহিউদ্দীন মণ্ডল, আমিরুল ইসলাম, হাবিবুর খাদিম।

সিপিএম দুষ্কৃতীদের হাতে এস ইউ সি আই কর্মীরা আক্রান্ত

২৮ সেপ্টেম্বর রাত্রি ১০টা নাগাদ সালিশি করার নাম করে এস ইউ সি আই কর্মী উত্তম হালদারকে (ছোট) পূর্বজটার (কঙ্কনদিঘী অঞ্চল) বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে সিপিএম দুষ্কৃতীরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার জন্য মারতে থাকে এবং সাদা কাগজে সই করিয়ে নেয়। বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে বলে, যতদিন বাঁচবি এস ইউ সি করতে পারবি না, সিপিএম করতে হবে। সংবাদ পেয়ে স্থানীয় ক্যাম্প থেকে পুলিশ তাঁকে গিয়ে উদ্ধার করে। বর্তমানে উত্তম হালদার রায়দিঘী হাসপাতালে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন।

গত ২ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭-৩০ নাগাদ সিপিএম দুষ্কৃতীরা পরিকল্পনামাফিক এস ইউ সি আই সমর্থক কালো খাঁ, মোজাম খাঁ, নবী হোসেন খাঁ'র উপর মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সিপিএম দুষ্কৃতী দলে ছিল মোবারক মোল্লা, ফারুক মোল্লা, ছোপান সেখ সহ ৫ জন। আহত এস ইউ সি আই সমর্থক রায়দিঘী হাসপাতালে এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

কংগ্রেস সংগঠনের হামলার প্রতিবাদে কাছাড় কলেজে ছাত্র ধর্মঘট

গত ১৮ সেপ্টেম্বর আসামের শিলচরের কাছাড় কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই ব্যাপক সন্ত্রাস চালায়। ভোট গণনার শেষ পর্বে এন এস ইউ আই-এর জেলা সভাপতি ও জেলা কংগ্রেসের পদাধিকারীদের নেতৃত্বে শতাধিক দুষ্কৃতী কলেজের গেট ভেঙে বিরোধী ছাত্রসংগঠনের প্রার্থী এবং শিক্ষকদের উপর আক্রমণ করে। পুলিশ ও সি আর পি এফ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। অবশেষে কলেজ শিক্ষকরা একযোগে বেরিয়ে এলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি আসনে যখন পরাজয় প্রায় নিশ্চিত, তখন গণনায় কারচুপির অভিযোগ এনে ফলপ্রকাশ না করার দাবিতেই তারা এই হামলা চালায়। এই আক্রমণে এ আই ডি এস ও নেতা-কর্মীরাও আহত হন। প্রতিবাদে পরের দিন ১৯ সেপ্টেম্বর এ আই ডি এস ও'র ডাকে শিলচর শহরে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

শিলচর মহিলা কলেজ ছাত্রীসংসদ নির্বাচনে এ আই ডি এস ও জয়ী

পরপর তিনবার শিলচর মহিলা কলেজে ছাত্রীসংসদ নির্বাচনে জয়ী হ'ল এ আই ডি এস ও। মোট এগারোটি আসনের মধ্যে দশটিতেই জয়ী হয় এ আই ডি এস ও প্রার্থীরা। সহ সভানেত্রী পদে কমরেড স্বাগতা ভট্টাচার্য এবং সাধারণ সম্পাদিকা পদে কমরেড চম্পা পুনিয়া নির্বাচিত হয়েছেন।

আসানসোলে শ্রমজীবী মানুষ পথে নামলেন

গত ২০ সেপ্টেম্বর ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর আসানসোল আঞ্চলিক কমিটিও মজদুর বাঁচাও কমিটির আহ্বানে ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিক বি এন আর মোড়ে জমায়েত হয়ে মিছিল করে অতিরিক্ত জেলাশাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়। বেসরকারি শিল্পে শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করা, সমস্ত শ্রমিককে এমপ্লয়মেন্ট কার্ড প্রদান, পি এফ-ই এস আই চালু করা, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা নেই এমন শিল্পে সর্বনিম্ন দৈনিক মূল বেতন ১৫০ টাকা তৎসহ ডি এ প্রদান, ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট কঠোরভাবে অনুসরণ, উপযুক্ত নিয়োগনীতি ও বেতন কাঠামো নির্ধারণ, কয়লা শিল্পে আউটসোর্সিং বন্ধ করা, খনি সুরক্ষা আইন কঠোরভাবে পালন, ই সি এল-বি সি সি এল এবং ডি ভি সি-তে জমিহারাদের অবিলম্বে চাকরি প্রদান প্রভৃতি দাবিতে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কমরেড প্রবীর চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে কমরেডস দীপেন সোম, সুভাষ বাউরি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ স্মারকলিপি জমা দেন। পরে এক সভায় বক্তারা বলেন, সিপিএম মালিকশ্রেণীর পক্ষ নেওয়ায় শ্রমজীবী মানুষের উপর আক্রমণ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।

নলহাটি পুরসভায় ডেপুটেশন

এস ইউ সি আই দলের নলহাটি লোকাল কমিটির উদ্যোগে কয়েক দফা দাবিতে ১৭ সেপ্টেম্বর নলহাটি পুরসভায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। দাবিগুলির অন্যতম হ'ল নলহাটি পুরসভার সুইপার সহ সমস্ত অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ ও পূজো অনুদান প্রদান ; নলহাটি পূর্ব বাজার থেকে পশ্চিম বাজার যাওয়ার বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা, রিক্সা ও ভ্যান চালকদের অবিলম্বে লাইসেন্স প্রদান এবং নলহাটি শহরের যানজট কমানোর ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

দাবিগুলির সমর্থনে সুসজ্জিত একটি মিছিল নলহাটি শহর পরিক্রমা করে। পুরসভা গেটে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নলহাটি লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড আব্দুস সালাম, দুর্যোধন মাল, রুহুল সেখ ও কুমারীশ চন্দ্র মাল। বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে নলহাটি উপপুরপিতাকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সারা রাজ্যে ১১৭১ এস ইউ সি আই কর্মী গ্রেপ্তার, পুলিশের লাঠিতে ২০১, সিপিএমের আক্রমণে ২৩ জন আহত

কলকাতা

সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আবেদন জানিয়ে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতায় এদিন সকাল থেকেই এস ইউ সি আই কর্মীরা রাস্তায় নামে। ছোট-বড় মিছিল, পিকেটিং করা হয়। সকাল সাড়ে নটার সময় এসপ্ল্যানেডে কে সি দাশ মোড়ে পুলিশ এস ইউ সি আই কর্মীদের গ্রেপ্তার করে। এখানে পুলিশের লাঠির ঘায়ে চারজন এস ইউ সি আই কর্মী আহত হয়। একই সময়ে রাসবিহারী মোড়েও পুলিশ এস ইউ সি আই কর্মীদের শান্তিপূর্ণ পিকেটিং-এ বাধা দেয় এবং গ্রেপ্তার করে। বেহালার ১৪নং বাসস্ট্যান্ড থেকেও এস ইউ সি আই কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। শ্যামবাজারে পুলিশি ধরপাকড়ের শিকার হয় কর্মীরা। সমস্ত রাস্তা সকাল থেকে ছিল শুনশান। শহরে নব্বই শতাংশ যান-বাহন চলাচল করেনি। দোকান-পাট বন্ধ। বৈঠকখানা বাজার, কোলে মার্কেট, খিদিরপুরের সমস্ত বাজার ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ। হাওড়া-শিয়ালদা স্টেশনে কিছু ট্রেন এলেও তা ছিল যাত্রীশূন্য। কিছু ফাঁকা ট্রাম অবশ্য চলেছে। মহাকরণ, নিউ সেক্রেটারিয়েট, জি পি ও ইত্যাদি সরকারিভাবে খোলা থাকলেও নগন্য সংখ্যক কর্মচারী উপস্থিত ছিল। পুলিশের পাশাপাশি সিপিএমের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীও এস ইউ সি আই কর্মীদের ওপর চড়াও হয়েছে, মারধর করেছে। তারাতলার এভারেস্ট ইন্ডাস্ট্রিতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট গুলাব সিংকে সিপিএম কর্মীরা মারধোর করেছে। বেহালায় এস ইউ সি আই কর্মী ক্ষৌণিশ দাশকে সিপিএম সমজবিরোধীরা মিছিল থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে মেরেছে।

মেদিনীপুর

মেদিনীপুরের সর্বত্র ধর্মঘট সর্বাত্মক হয়। বন্ধ দোকানপাট, বন্ধ বাজারের পাশে দাঁড়িয়ে সিপিএম বনধ্ ব্যর্থ হয়েছে বলে স্লোগান দেয়, সর্বত্র এস ইউ সি আই-এর বিরুদ্ধেই ছিল তাদের বিষোদ্গার। পাঁশকুড়া থেকে মেচেদা প্রায় বিশ কিমি ধরে মুম্বাই রোড়ের দু-পাশ ছিল নিস্তব্ধ, নিষ্ক্রিয়। এস ইউ সি আই কর্মীরা ছাড়া অন্য কোনও দলের কর্মীদের রাস্তায় দেখা যায়নি। পাঁশকুড়া-ঘাটাল সমবায় ব্যঙ্কের সামনে এস ইউ সি আই কর্মীদের উপর সিপিএম সমাজ বিরোধীরা হামলা করে, মহিলা কর্মীদেরও রেহাই দেয়নি। ব্যানার ফেস্টুন ছিঁড়ে দেয়। খড়্গপুরের সমস্ত অফিস, কারখানা বন্ধ ছিল। হলদিয়া বন্দরের 'মেরিন' বিভাগ ছাড়া বাকি শিল্পাঞ্চল কার্যত স্তব্ধ ছিল। তমলুক, মেদিনীপুর, দাঁতনে মিছিল করার অপরাধে এস ইউ সি আই কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। পাঁশকুড়া কোলাঘাট, নিমতৌড়িতে পুলিশ এস ইউ সি আই কর্মীদের উপর লাঠিচার্জ করে। মেদিনীপুর কোর্টে জেলা জজ ঢোকার সময় এস ইউ সি আই কর্মীরা তাঁকে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করার সময় সিপিএমের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে থাকে। এরই প্রতিবাদে কোর্টের আইনজীবীরা এদিনের মতো কোর্ট বয়কট করেন। এ জেলার বেলদাতেও সিপিএম হামলা চালিয়েছে। তমলুক কোর্টের সামনে এস ইউ সি আই কর্মীদের ওপর পুলিশ আক্রমণ চালায়, এখানে মহিলা কর্মীদের হেনস্থা করা হয়। সমস্ত ভয়-ভীতি-সন্ত্রাস উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে সর্বত্র ধর্মঘট সফল করেছেন।

হুগলি

সিঙ্গুরে ধর্মঘট স্বতস্ফূর্ত হয়েছে। প্রশাসন চেক বিলির দপ্তর খুলেছিল। কৃষকরা তা প্রত্যাখান করেছে। ভদ্রেশ্বর জুট মিলে পুলিশী লাঠিচার্জে ৬৩ জন কর্মী আহত হয়েছে, গ্রেপ্তার ৩১ জন। ডানকুনি শিল্পাঞ্চল সম্পূর্ণ বন্ধ, দিল্লিরোড, দুর্গাপুর রোডের দুপাশের কারখানাগুলি ছিল বন্ধ, গোন্দলপাড়া জুট মিল ছিল বন্ধ।

হাওড়া

দাশনগর, কমদতলা, বালি, বেলুড় প্রভৃতি এলাকার বেশিরভাগ শিল্প-কারখানা বন্ধ ছিল। ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। জুটমিলগুলি খোলা থাকলেও উপস্থিতি ছিল নগন্য। বাগনান, উলুবেড়িয়া সহ সর্বত্র ধর্মঘটে ভাল সাড়া পড়েছে। জিটি রোড ছিল কার্যত ফাঁকা।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

পাথরপ্রতিমা থেকে কুলতলি সর্বত্রই ধর্মঘট সফল হয়েছে। নামখানা রায়দিঘীতে খেয়া চলেনি, ট্রেন বন্ধ। কুলতলির ঘটিহারানিয়াতে ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিলের সময় সিপিএম দুষ্কৃতীরা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে গোপাল নস্কর নামে এক এস ইউ সি আই কর্মীকে আহত করে। মৈপীঠের নগেনাবাদে ধর্মঘটের পক্ষে প্রচার করার জন্য ৩০/৩৫ জন সিপিএম দুষ্কৃতী এস ইউ সি আই কর্মীদের ঘরে ঘরে গিয়ে মারধোর করে। রায়দিঘীতেও সিপিএম এস ইউ সি আই কর্মী বিজয় হালদারকে আক্রমণ করে। জেলার বজবজ জুটমিল, নিউ সেন্ট্রাল জুটমিল সহ অন্যান্য জুটমিলেও ধর্মঘট সফল হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগণা

বনগাঁয় মিছিল করার সময় সকালেই পুলিশ গ্রেপ্তার চালায়। পাশাপাশি সিপিএমও স্বরূপনগরে এস ইউ সি আই জেলা কমিটি সদস্য জয়ন্ত সাহার উপর আক্রমণ করে। জেলার সর্বত্রই ধর্মঘট সফল হয়েছে।

বীরভূম

সিউড়ি ডি এম অফিসের সামনে সিপিএম এবং পুলিশ এস ইউ সি আই কর্মীদের উপর আক্রমণ করেছে। বোলপুর, নলহাটি, সিউড়ি সহ জেলায় ব্যাপক সংখ্যক কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ

বনধের আগের দিন মুর্শিদাবাদে এস ইউ সি আই কর্মী কৌশিক চ্যাটার্জীকে সিপিএম দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করেছে। বনধের দিন একইভাবে লোচনপুর এবং ঔরঙ্গাবাদে তারা আক্রমণ করেছে। বহরমপুর প্রশাসনিক ভবনের সামনে পিকেটিংরত কর্মী সহ অন্যত্র পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার করার সময় পুলিশ কর্মীদের উপর বেধড়কভাবে লাঠি চালায়। মহিলা কর্মীরাও এই আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

পুরুলিয়া

মধুকুণ্ডা স্টেশনে এস ইউ সি আই কর্মীরা পিকেটিং করে। পোস্ট অফিস, কোর্ট, ব্যাঙ্ক সব বন্ধ ছিল। রিক্সা, ট্রেকার, বাস চলেনি। সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের হাটবাজার, কোল ওয়াশারি সব বন্ধ ছিল।

বর্ধমান

রেলযোগাযোগ বন্ধ ছিল। কোলিয়ারী ও কেবলসে ১০-১৫ শতাংশ ছিল উপস্থিতি। ব্যাঙ্ক, কোর্ট বন্ধ ছিল। কাটোয়ায় এস ইউ সি আই কর্মী সঞ্জয় চ্যাটার্জী সি পি এমের আক্রমণের শিকার হয়েছে।

নদীয়া

করিমপুর, নাজিমপুর, পলাশিপাড়া, বার্নিয়া, দেবগ্রাম, বেথুয়া, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, চাকদা, কল্যাণী সর্বত্রই এস ইউ সি আই কর্মীরা ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল করেছে। ধর্মঘট সর্বাত্মক।

কোচবিহার

হলদিবাড়ি, মেখলিগঞ্জ, চ্যাংরাবান্ধা, সিতাই, মাথাভাঙা, কোচবিহার শহর, দিনহাটা, তুফানগঞ্জ, সাতমাইল সহ সর্বত্রই পুলিশ ব্যাপক সংখ্যক এস ইউ সি আই কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। দিনহাটার এস ডি ও অফিসের সামনে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। পাশাপাশি তুফানগঞ্জে ধর্মঘটের সমর্থনে এস ইউ সি আই-এর মিছিলের উপর সিপিএম কর্মীরা আক্রমণ করেছে। কোচবিহারে সিপিএম বাড়ি বাড়ি থেকে দোকানদারদের তুলে নিয়ে এসে দোকান খোলানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।

জলপাইগুড়ি

ধর্মঘটে জলপাইগুড়িতে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালাচিনি, ফালাকাটা, কুমারগ্রাম সহ জেলার বিভিন্ন স্থানে শতাধিক এস ইউ সি আই কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে। শহরে এস ইউ সি আই ছাড়া ধর্মঘটের সমর্থনে অন্য কোন দলের কার্যত কোন উপস্থিতিই ছিল না।

দার্জিলিং

শিলিগুড়িতে ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল হয়েছে। বেসরকারি বাস, রিক্সা চলেনি। বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং করার সময় বহু এস ইউ সি আই কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

উত্তরদিনাজপুর

অন্যান্য জেলার মত এ জেলাতেও বনধ্ সর্বাত্মক হয়েছে। এখানেও পুলিশ এস ইউ সি আই কর্মীদের গ্রেপ্তার করেছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর

বালুরঘাট শহরে বনধের সমর্থনে মিছিল করার সময় পুলিশ বেধড়ক লাঠিচার্জ করেছে। এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদক অধ্যাপক সাগর মোদক আহত হয়েছেন।

মালদা

জেলার সর্বত্রই ধর্মঘট সফল হয়েছে। সকাল থেকেই ধর্মঘটের সমর্থনে দলীয় কর্মীরা মিছিল করেছে।

৯ অক্টোবর শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে সকাল ১০-৩০ মিনিট

৯ অক্টোবর ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির সামনে সকাল ৯-৩০ মিনিট

শিল্পায়নের নামে মিথ্যাচার

দুয়ের পাতার পর

রাজ্যের মোট ২ লক্ষ ৭ হাজার ৫১৬ বিঘা জমি দখল করে নেওয়ার পরিণামে গত ২৫ বছরে ৫৮ লক্ষের উপর কৃষককে জমিচ্যুত হয়ে পথের ভিখারি হতে হ'ল কেন? ১৯৮৯ সালে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য যাদের জমি গিয়েছিল, তাদের প্রায় ৬০০ পরিবারের কারোর কোনও কর্মসংস্থান আজও হয়নি। ফলতায় রপ্তানি এলাকা ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য যাদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদের কর্মসংস্থান দূরে থাক, ক্ষতিপূরণও দেওয়া হ'ল না কেন? নকশালবাড়িতে কেড়ে নেওয়া তিন ফসলি জমির কোন ক্ষতিপূরণ আজও কেন আদিবাসী জনসাধারণ পেল না? রাজারহাটে 'নিউটাউন' উপনগরী গড়তে যাদের জমি নেওয়া হয়েছিল তাদের পুনর্বাসন ও পরিবার পিছু একজনের চাকরির প্রতিশ্রুতি এই সিপিএম সরকারই বারবার দিয়েছিল। কিন্তু কৃষিজমিচ্যুত প্রায় ২৬ হাজার কৃষক ও হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষিমজুর এবং সেই সঙ্গে কয়েক হাজার বর্গাদারের একজনও কোন কাজ পায়নি; অসংখ্য পরিবারের মাথা গোঁজার জায়গাও মেলেনি। কোথায় তারা হারিয়ে গেছে কেউ জানে না। কেন এমন হ'ল? এর নাম কি প্রতিশ্রুতি পালন? এর নাম কি সততা? ধূলাগড়ে আধুনিক ট্রাক টার্মিনালের নামে ৩০০ একর উর্বর কৃষিজমি থেকে ৭৫০ জন কৃষক ও কয়েক হাজার খেতমজুর উচ্ছেদ করা হয়েছিল। তিন বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী ঘটা করে এর উদ্বোধন করে প্রতিশ্রুতি দেন যে, অন্তত আড়াই হাজার যুবকের এখানে কর্মসংস্থান হবে। সেখানে ট্রাক টার্মিনালও হয়নি, বেকারদের কাজও হয়নি। জায়গাটা এখন ধূ ধূ খোলা মাঠ। আজও পাওনা টাকার জন্য জুতোর শুকতলা খুইয়ে চলেছে চাষীরা।

কর্মসংস্থান ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতির নামে সাধারণ মানুষকে প্রতারণাই যাদের ব্যবসা, সেই সরকারের দেওয়া কোন প্রতিশ্রুতির উপর কি কোন সাধারণ বোধবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আস্থা বিশ্বাস রাখতে পারে? নাকি তা রাখা উচিত?

জমিচ্যুতদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীর মধ্যে কে সত্যি বলছেন

সিঙ্গুরে যারা জমিচ্যুত হবে তাদের কর্মসংস্থানের কী ব্যবস্থা সরকার নিচ্ছে, তাই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী দু'রকম কথা বলছেন। একজনের সঙ্গে অপরজনের কথার কোন সামঞ্জস্য নেই। মুখ্যমন্ত্রী প্রথম দিকে বলেছেন, চিন্তার কিছু নেই, সিঙ্গুরে যে শিল্পায়ন হবে তাতে প্রত্যেকে কাজ পাবে। অন্যদিকে শিল্পমন্ত্রী বলেছেন, অসম্ভব, উন্নত প্রযুক্তিসমৃদ্ধ এই শিল্পে সামান্য কিছু উচ্চপ্রযুক্তি জানা মানুষেরই কাজ হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই মিথ্যা বলছেন; মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে চাষীদের জমিচ্যুত করবার মতলব ফেঁদেছেন! এর ফলে চাষীরা কী করে বাঁচবে তার স্পষ্ট রূপরেখাও নির্দেশ করে দিয়েছেন রাজ্যের ভূমি সংস্কার ও উন্নয়নমন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা এবং সিপিএমের কৃষক নেতা বিনয় কোঙারও। তাঁরা বলেছেন, জমি দখল করে যে সব আবাসন গড়ে উঠবে তাতে ফ্ল্যাটের মালিকদের বাড়ির ঝি-চাকর ধোপা-নাপিত-পাহারাদারের কাজ মিলবে জমিহারাদের।

সিপিএম সরকারের কী চমৎকার ব্যবস্থাপনা! আছেন তিন-চার ফসলি জমির মালিক স্বাধীন কৃষক, সরকারের দয়ায় হয়ে যাবেন বড়লোকের বাড়ির কাজের লোক, মালি, ঝি, চৌকিদার! আর সেই চাষীদের জমি পুঁজিপতিদের কাছে বেচে মুনাফা করবে সরকার, আবার পুঁজিপতিরা সেই জমি থেকে লুটবে কোটি কোটি টাকা। কী চমৎকার উন্নয়নই না হবে এ রাজ্যের!

মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি আবার বলেছেন, সিঙ্গুরে টাটারা যে মোটর কারখানা গড়বে তাতে সকলের কাজ হবে। অথচ টাটা কোম্পানির কর্ণধার রতন টাটা নিজেই বলেছেন, সকলের কাজ পাওয়া অসম্ভব; তবে তাঁর কোম্পানি সব জমিহারাদের জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দেবে যাতে ট্রেনিংপ্রাপ্তরা ভবিষ্যতে নানা ধরনের কাজ করতে পারে। কিন্তু তারা কাজ কোথায় পাবে? রতন টাটা সে বিষয়ে কিছু বলেননি।

(আগামী সংখ্যায়)

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগর লোকাল কমিটির অন্তর্গত বাংলানী সেলের আবেদনকারী সদস্য প্রবীণ কমরেড ইন্দুভূষণ সরকার কিছুকাল রোগভোগের পর গত ১৫ সেপ্টেম্বর নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নয়ের দশকের প্রথম দিকে জেলা জুড়ে গড়ে ওঠা কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে কমরেড ইন্দুভূষণ সরকারের সাথে দলের যোগাযোগ। পরবর্তীকালে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শের ভিত্তিতে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি দলের আবেদনকারী সদস্যের স্তরে উন্নীত হন। বৃদ্ধ বয়সেও সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশ নিয়ে তিনি পুলিশি আক্রমণের শিকার হন। সংগঠনের পুনরুজ্জীবনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি সেল ফাংশানিং-এ নিয়মিত অংশ নিতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড ইন্দুভূষণ সরকার লাল সেলাম।

গোসাবায় ছাত্রসংগ্রাম কমিটির ডেপুটেশন

গত ৪ সেপ্টেম্বর গোসাবার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা গোসাবা বিডিও'র কাছে ডেপুটেশন দেয়। তাদের দাবিগুলি ছিল, জীবনশৈলী শিক্ষা, গ্রেডেশন প্রথা, ডোনেশন প্রথা বাতিল করতে হবে ; প্রতি বছর পাঠ্যপুস্তক পাল্টানো চলবে না, তফসিলি জাতি, উপজাতি, ওবিসি'র সার্টিফিকেট পাওয়ার জটিল পদ্ধতির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের চরম হয়রানি করা চলবে না ; ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য সপ্তাহে মাথাপিছু এক লিটার কেরোসিন দিতে হবে ইত্যাদি। ছাত্রসংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে এই ডেপুটেশনে দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। দীর্ঘ পাঁচ কিমি পথ পরিক্রমা করে মিছিল বিডিও অফিসে পৌঁছলে সংক্ষিপ্ত সভা হয়। স্মারকলিপি পাঠ করেন অমিতা মণ্ডল। বক্তব্য পেশ করেন ডি এস ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুশান্ত ঢালী। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন কমরেডস মিলন মণ্ডল, বিকাশ মণ্ডল, প্রলয় মণ্ডল, তুলিকা গিরি, দেবকুমার মিস্ত্রি প্রমুখ। বিডিও'র প্রতিনিধি দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

বাসন্তী নাগরিক মঞ্চের ডেপুটেশন

বাসন্তী ব্লকের সামগ্রিক উন্নয়নের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছে বাসন্তী নাগরিক মঞ্চ। এই মঞ্চের পক্ষ থেকে গত ২৭ আগস্ট বাসন্তী বাজারে শৌচালয় নির্মাণ, জলনিকাশী ব্যবস্থা, রাস্তা সম্প্রসারণ, বিদ্যুতায়ন এবং কলেজ নির্মাণের দাবিতে স্থানীয় বিধায়ক তথা সেচমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন পঙ্কজ হালদার, সাবির খান, ফজলুর রহমান, তপন কুণ্ডু, নির্মল সরকার প্রমুখ।

৯ অক্টোবর সাধারণ ধর্মঘট

ওপরে খিদিরপুর মোড়। নীচে রাসবিহারী মোড়

কলকাতায় কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের বিক্ষোভ

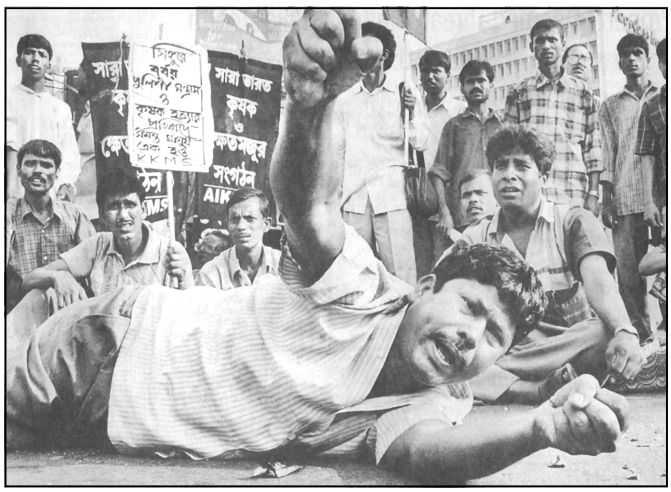

সিঙ্গুরে কৃষকদের উপর বর্বর পুলিশি আক্রমণের প্রতিবাদে সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের (এ আই কে কে এম এস) উদ্যোগে ৭ অক্টোবর এসপ্ল্যানেডে কৃষকদের অবরোধ। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে কৃষকরা মিছিল করে এসপ্ল্যানেডে আসে। অবরোধস্থলে বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা কমরেডস্ শঙ্কর ঘোষ, সূর্য প্রধান, সেখ জাকিমুদ্দিন প্রমুখ। এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান এ আই কে কে এম এস-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড সেখ খোদা বক্স।

৯ অক্টোবরের সাধারণ ধর্মঘট

প্রতিবাদে স্তব্ধ রাজ্য

সকাল ১০টায় এসপ্লানেড মোড়

সকাল ৯-৩৭ মিনিটে শিয়ালদহ রেলস্টেশন

সকাল ৯টায় বিবাদী বাগের অন্যদিনের ব্যস্ত রাজপথ

মেদিনীপুরে ৪১নং জাতীয় সড়কে এস ইউ সি আই কর্মীরা

হাবরায় ধর্মঘটের সমর্থনে এস ইউ সি আই-এর প্রচার

হলদিয়ায় ধর্মঘটের দিন সকাল ১১টায়

বোলপুরে এস ইউ সি আই কর্মীদের জোর করে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

জোর করে জমি নিতে গেলে রক্ত ঝরিয়েই নিতে হবে — প্রভাস ঘোষ

একের পাতার পর

জেলাগুলির সর্বত্র আমরা রিলিফের কাজে সহযোগিতা করেছি। এমনকী গতকাল রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গোসাবার ছয়টি গ্রামে কোটালের জল ঢুকে ঘর-বাড়ি ডুবিয়ে দেয়, প্রায় ৫ হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয়। চার হাজার মানুষ এখন আশ্রয়হীন। এইরকম অবস্থায় আমরা বনধের কর্মসূচি স্থগিত রেখে, স্থানীয় বাজার খুলিয়ে তাদের রিলিফে সাহায্য করেছি। সেখানে প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের ভূমিকার চিহ্নমাত্র ছিল না।

সাধারণ ধর্মঘটের এই সাফল্যের তাৎপর্য কী, এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, আমরা মনে করি, শিল্প স্থাপনের নামে চাষীদের কৃষিজমি কেড়ে নেওয়ার যে ষড়যন্ত্র চলছে, তার বিরুদ্ধেই জনগণ এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে রায় দিয়েছেন। আমরা এর আগেও বলেছি শিল্পায়ন বলে কিছু হচ্ছে না, কারণ শিল্পায়ন কথাটার একটা গভীর অর্থ আছে। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের বাজার সংকট তীব্র হওয়ার ফলে বিশ্বের সকল দেশেই আজ কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। ভারতেও সেটাই ঘটছে, এ রাজ্যেও তাই। এ রাজ্যে ৫৫ হাজার কারখানা বন্ধ, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই। ফলে কোথায় শিল্পায়ন? দু-চারটে কল-কারখানা সব সময়ই হয়, এখনও হচ্ছে, তবে এগুলিও আবার পুঁজি নির্ভর, অর্থাৎ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর— যেখানে কর্মসংস্থানের বিশেষ কোন সুযোগ থাকছে না। এ রাজ্যে এখন এক কোটির উপর বেকার। এর পরও সিঙ্গুরে ৩০ হাজার মানুষকে জীবিকাচ্যুত করে পথে বসাচ্ছে সরকার। কজনকে টাটা চাকরি দেবে? শিল্প বলতে তো রিয়েল এস্টেট, অর্থাৎ আবাসন তৈরির ব্যবসা। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি পেয়ে রাজ্য সরকার ৮টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করার কথা ঘোষণা করেছে, যে জন্য প্রায় ৪৬,৫০০

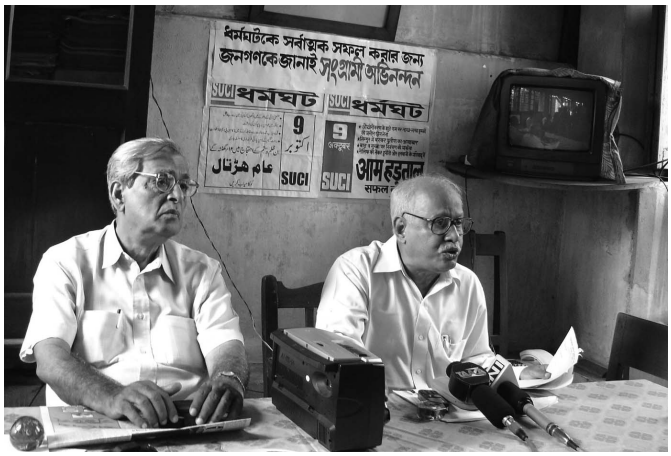

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। পাশে কমরেড মানিক মুখার্জী।

বিঘা জমি তারা গ্রাস করতে যাচ্ছে। এর প্রায় সবটাই ঐ রিয়েল এস্টেট ব্যবসার জন্য। সরকার ও টাটারা যদি কারখানাই করতে চায়, তাহলে মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার অনাবাদী জমিতে তার যেতে পারত, যেখানে ২১ হাজার হেক্টরের বেশি জমি অনাবাদী পড়ে আছে। সেখানে তো যাচ্ছে না! টাটার কি কারখানার জন্য উর্বর চাষের জমিই দরকার? কংগ্রেস-বিজেপির মতো সিপিএমও আজ দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। শিল্পপতিদের আবদারের কাছে নতজানু হচ্ছে। কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত অংশের জনগণের স্বার্থের কথা সিপিএম ভাবছে না। এর বিরুদ্ধেই আজকের ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে জনসাধারণ রায় দিয়েছেন। সামান্যতম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থাকলে রাজ্য সরকারের এই রায় মেনে নিয়ে নীতি পরিবর্তন করা উচিত। আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। যেখানেই চাষের জমি দখলের কাজ হবে, সেখানেই কৃষক ও খেতমজুররা ঐক্যবদ্ধভাবে তা প্রতিরোধ করবে। আমরা গণকমিটি গড়ে তুলছি, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগ্রহ করছি। সিঙ্গুরে জমি নিতে গেলে চাষীর রক্ত ঝরিয়েই সরকারকে তা নিতে হবে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আমরা আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই দাবির সাথে আমরা কৃষকদের উপর চাপানো খাজনা, ১০০ দিনের কাজের প্রতিশ্রুতি কার্যকর করানো, কৃষিবিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি প্রত্যাহার, বন্ধ কারখানা খোলা, ছাঁটাই শ্রমিক কর্মচারীদের পুনর্বহালের দাবির পাশাপাশি জীবনশৈলী শিক্ষার নামে জীবন ধ্বংসের পরিকল্পনা, এইডস্ প্রতিরোধের নামে অশ্লীল বিজ্ঞাপন, নারী পাচার, নারী ধর্ষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন তীব্রতর করব। জেলা স্তরে এই আন্দোলন লাগাতার চলবে। আশা করি, জনগণকে এই আন্দোলনেও আমরা পাব।

তিনি জানান, আজ ধর্মঘটের সারা দিনে সমস্ত জেলা মিলে ১১৭১ জন এস ইউ সি আই কর্মী গ্রেপ্তারে হয়েছে, এর মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৫৩। আহত হয়েছে ২২৪ জন। এদের মধ্যে সিপিএমের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর আক্রমণে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, কলকাতা, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগণা ও বর্ধমানে মোট ২৩ জন কর্মী আহত হয়েছে। এদের মধ্যে ৫ জন মহিলা কর্মী আছে। সিপিএম বন্যাত্রাণের নামে যেসব সমাজবিরোধী নামিয়েছিল, এটা তাদেরই কাজ। পুলিশের আক্রমণে বিভিন্ন জেলায় আহতের সংখ্যা ২০১ জন। এই ধর্মঘট সফল করতে গোটা রাজ্যে আমাদের দলের প্রায় ১১ হাজার কর্মী কাজ করেছে। তিনি আবারও বলেন, চাষীর জমি কেড়ে নিতে গেলে রক্ত ঝরিয়েই তা নিতে হবে।

ধর্মঘটের দিনও ত্রাণ কার্যে এস ইউ সি আই

ধর্মঘটের দিনেও ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল এস ইউ সি আই কর্মীরা। এদিন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার গোসাবার দুলকি সহ ৬টি গ্রামে কোটালে ৫০০ ফুট নদীবাঁধ ভেঙে যায়। ব্যাপক এলাকা প্লাবিত হয়। শত শত পরিবার বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় এস ইউ সি আই কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ধারকার্যে। প্রশাসনের লোকজনের দেখা মেলেনি। ত্রাণের দাবিতে ধর্মঘটের দিন সকালবেলায় দলের কর্মীরা এস ডি ও অফিসে বিক্ষোভ দেখায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয় ধর্মঘটের দিনে কীভাবে ত্রাণের ব্যবস্থা করবো? এস ইউ সি আই কর্মীরা বলেন, 'আমরা ধর্মঘট ডেকেছি, এখন তা স্থগিত রেখে আমরাই দোকানপাট খোলার ব্যবস্থা করছি। আপনারা ত্রাণের ব্যবস্থা করুন।' এভাবেই দুর্গত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এস ইউ সি আই কর্মীরা।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অভিনন্দন

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে— "মালিক-পুলিশ ও সিপিএম-এর মদতপুষ্ট মস্তান বাহিনীর সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে আজ যেভাবে সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারী ও সাধারণ মানুষ, লক্ষ লক্ষ কৃষকের কৃষিজমি কেড়ে নিয়ে টাটা-সালিম গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে সারা বাংলায় সর্বাত্মক ধর্মঘট সফল করলেন তার জন্য তাদের সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, হুগলির ভদ্রেশ্বর জুটমিলে সিপিএম ও মালিকের প্ররোচনায় ঘরমুখী শ্রমিকের উপর পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ করেছে। ইউনিয়নের সম্পাদক রাজেশ সাউ সহ ৬৩ জনকে আহত করেছে এবং ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। উত্তর ২৪ পরগনার হাজিনগরে ২০০ জন শ্রমিকের মিছিলকে ঘিরে থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশ ভয় দেখিয়ে বলেছে, 'ঝাণ্ডা গুটিয়ে বাড়ি চলে যাও, সিপিএম হামলা করলে পুলিশ কিছু করতে পারবে না।' কলকাতার গার্ডেনরিচে এভারেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজে আমাদের ইউনিয়নের সহসভাপতি গুলাব সিং ও অন্যান্যদের উপর মালিক ও সিপিএম-এর মদতপুষ্ট গুণ্ডাবাহিনী ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য চাষীর জমি রক্ষার আন্দোলনকে আরও তীব্র করতে শ্রমিকচাষীর ব্যাপক মৈত্রী গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সর্বদলীয় বৈঠকে এস ইউ সি আই

সিঙ্গুরে কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিষয়ে আলোচনার জন্য গত ৪ অক্টোবর মহাকরণে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার যে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিল তাতে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী এবং রাজ্য কমিটির সদস্য বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। কমরেড মানিক মুখার্জী জানান, চাষীর জমি কেড়ে নেওয়ার সরকারি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই-এর তোলা যুক্তিগুলির যথাযথ কোনও উত্তরই মুখ্যমন্ত্রী বা শিল্পমন্ত্রী সেদিন দিতে পারেননি।

সর্বদলীয় বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী, কী পরিমাণ কৃষিজমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা তাঁরা নিয়েছেন, তার একটি হিসাব দিয়ে বলেন যে, কৃষিজমিতে শিল্প হোক এ তাঁরা চান না, কিন্তু অবস্থানগত কিছু সুবিধা থাকায় টাটারা সিঙ্গুর ছাড়া অন্য কোথাও কারখানা খুলতে রাজি হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা সিঙ্গুরের কৃষিজমি অধিগ্রহণ করতে চলেছেন।

পাল্টা যুক্তি তুলে এস ইউ সি আই-এর পক্ষে কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, বর্তমান বিশ্বে শিল্পপতিরা যেখানে কারখানা স্থাপন করে সেখানে নিজেরাই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করে নেয়। সরকার চাইলে টাটারা এরাজ্যের অন্য অঞ্চলে তা করতে পারত। তিনি বলেন, আমরা কারখানা স্থাপনের বিরোধী নই, কিন্তু সিঙ্গুরের যে কৃষিজমি টাটাদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার করছে তা অত্যন্ত উর্বর, বেশির ভাগ জমি তিন ফসলী, এমনকী চার ফসলী। এ সমস্ত জমিতে চাষ বন্ধ হয়ে গেলে শুধু যে কৃষক ও খেতমজুরদের সর্বনাশ হবে তাই নয়, দেশে খাদ্যসঙ্কটের সৃষ্টি হবে এবং জনগণের রক্ত জল করে উপার্জন করা অর্থের বিনিময়ে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হবে। তাই আমাদের বক্তব্য, সিঙ্গুরে নয়, রাজ্যের অন্য অনুর্বর জমিতে টাটারা কারখানা স্থাপন করুক। কমরেড মুখার্জী বলেন, সিঙ্গুরের মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে গিয়ে অধিগ্রহণ করতে চাওয়া জমির যে হিসাব আমরা পেয়েছি, সরকারের পেশ করা খাতায়-কলমে দেওয়া হিসাবের সঙ্গে তা মিলছে না। এই অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে শিল্পমন্ত্রী বলেন যে, জমির সরকারি হিসাবে গরমিল থাকা অসম্ভব নয়।

সিঙ্গুরে টাটার কারখানা হলে কীভাবে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের বান ডাকবে এবং রাজ্যের প্রবল উন্নয়ন হবে তার যে ফিরিস্তি শিল্পমন্ত্রী দেন, সে প্রসঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় কমরেড মুখার্জী বলেন যে, টাটার মোটর কারখানা হলে আর্থিক লাভ হবে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের, কিন্তু ক্ষতি হবে অসংখ্য জনসাধারণের। ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, টাটারা যে নিজেদের কারখানায় জমি থেকে উৎখাত হওয়া চাষীদের চাকরি দেবে না, একথা তারা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে। কেবলমাত্র ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে তারা রাজি হয়েছে। তাছাড়া অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন মোটরগাড়ি কারখানায় কর্মসংস্থানের বিরাট কোনও সুযোগই থাকবে না। তিনি বলেন, টাটাদের ইতিহাস আমরা জানি। তাই বলা চলে, তাদের কারখানায় যে অল্প সংখ্যকের কর্মসংস্থান হবে, তাদের ভবিষ্যতও নিরাপদ নয়। জামশেদপুর সহ টাটাদের মালিকানাধীন কারখানাগুলিতে ইতিমধ্যেই কোথাও ৫০ শতাংশ, কোথাও বা দুই-তৃতীয়াংশ কর্মী কর্মচ্যুত হয়েছেন।

বলা বাহুল্য, মন্ত্রীরা কমরেড মুখার্জীর বক্তব্যের বিরোধিতায় কিছু বলতে পারেননি।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এস ইউ সি আই ছাড়া অন্য কেউই সিপিএম-সরকারের বক্তব্যের কার্যত বিরোধিতা করেনি। কিছু গুরুত্বহীন প্রস্তাব তোলা ছাড়া কংগ্রেস জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধতায় বস্তুত নির্বাক ছিল।

টাটাদের সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা যতদূর এগিয়ে গেছে, তাতে আর পিছু হঠা সম্ভব নয় — এ কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত দলীয় প্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন যে তাঁরা যেন কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিষয়টি কোনও বিরোধিতা না করে সমর্থন করেন। কমরেড মানিক মুখার্জী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানান যে, এ মেনে নেওয়া এস ইউ সি আই-এর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সভার পক্ষ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়। কমরেড মুখার্জী মন্তব্য করেন, শাসকদলের পক্ষ থেকে জমি অধিগ্রহণকে সমর্থন করা হ'ল, সাধারণ মানুষ ও তাদের দল এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে নয়। মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, এই পথে হেঁটে রাজ্য সরকার খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকার বিনিময়ে টাটাদের জমি পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তবে সরকার এত সহজে কৃষিজমি কেড়ে নিতে পারবে না। মানুষ রক্ত ঢেলে, প্রাণ দিয়ে চাষের জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধতা করবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩২৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in